দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 MAR 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

সাইফুরস কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে

------------ শিক্ষামন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ইংরেজি শেখানোর মাধ্যমে 'দক্ষ হ্যাকার তৈরি'র বিতর্কিত বিজ্ঞাপন দিয়ে কোচিং সেন্টার 'সাইফুরস' ফেঁসে যাচ্ছে। রাজধানীর বিভিন্নস্থানে পরিচালিত এই কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার। গতকাল বুধবার এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা সংক্রান্ত আইন-শৃঙ্খলা মনিটরিং কমিটির সভায় ওই বিজ্ঞাপনের সমালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সাইফুরস-এর ওই বিজ্ঞাপনের শিরোনামে বলা হয়, 'English-এর ভুলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৬০ কোটি টাকা, হ্যাকারদের হাতছাড়া!' বিবিসিকে উদ্ধৃত করে ওই বিজ্ঞাপনে আরো বলা হয়েছে, 'হ্যাকিংকৃত ডলার শ্রীলংকাতে ; স্থানান্তরের সময় 'Foundation' শব্দকে 'Fandation' লেখাতে বিদেশি Deutsche ব্যাংকের সন্দেহ হয়। তারা বাংলাদেশ ব্যাংককে জানালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই ২০ মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর বন্ধ করে দেয়।' 'একইভাবে ইংরেজিতে দুর্বলতার কারণে MBA, অফিসার, Lawyer (এমনকি দক্ষ হ্যাকার!) প্রভৃতি হতে হলে reading, রাইটিং, Speaking, লিসেনিং ও spelling সবকিছুতেই ভালো হওয়া জরুরি! শিক্ষমন্ত্রী বলেন, সাইফুরস নামে কোচিং সেন্টার একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছে। সেই বিজ্ঞাপনে তারা বলেছে, ভালো ইংরেজি না জানলে ভালো লেখাপড়া করতে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

সাইফুরস কোচিং

২০ পৃষ্ঠার পর

পারবে না, বিদেশে যেতে পারবে না। ভালো ডাক্তার, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না। এমনকি ভালো হ্যাকারও হতে পারবে না।

এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে মন্ত্রী আরো বলেন, হ্যাকার হওয়ার জন্য তার কাছে গিয়ে পড়তে হবে সেই বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এটা অবশ্যই বেআইনি। কোচিং সেন্টারের কত অধঃপতন হয়েছে। সে কত মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, মানুষ হাজার হাজার টাকা খরচ করে সেখানে বাচ্চাকে পড়াচ্ছে। নাহিদ বলেন, 'আমি বলতে বাধ্য হলাম। অবস্থা এ রকম পর্যায়ে চলে গেছে যে, এদের বিরুদ্ধে আমরা সহনশীল হতে পারি না। তারা আমাদের ছেলে-মেয়েদের প্রলোভন দেখাচ্ছেন ভালো ইংরেজি শিখলে চোর হতে পারবা, ভালো করে হ্যাকিং করতে পারবা।'

এবার উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ৩ এপ্রিল, ৯ জুন শেষ হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরীক্ষার নিরাপত্তার বিষয়ে আমরা খুবই সতর্ক আছি। আমাদের বিভিন্ন বাহিনী অবস্থা মনিটর করছে প্রশ্ন ফাঁস করে কেউ রেহাই পাবেন না। নজরদারি অনেক বেশি জোরদার করা হয়েছে। বিজি প্রেসের সংশ্লিষ্ট ও তাদের আত্মীয়-স্বজন আমাদের নজরদারিতে আছেন। সভায় শিক্ষাসচিব মো. সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।